তারিখ ২৭.৪.০৪
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

তিন হাজার শূন্যপদ নিরসনের উদ্যোগ নেই

সরকারি কলেজে বদলি বাণিজ্য

রাকিব উদ্দিন

সরকারি কলেজে শিক্ষক স্বল্পতাকে পুঁজি করে বেপরোয়া বদলি বাণিজ্য শুরু হয়েছে। শিক্ষা ক্যাডারের প্রায় তিন হাজার পদ শূন্য থাকলেও এই স্বল্পতা নিরসনের বিশেষ কোন তৎপরতা নেই। প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ও বিধিবিধান লঙ্ঘন করে বারবার বদলির আদেশ বাতিল ও পরিবর্তন করা হচ্ছে। ঢাকায় ৩৬৮ জন কর্মকর্তা ওএসডি ও ইনসিটু থাকা সত্ত্বেও তাদের ঢাকার বাইরে বদলি করা যাচ্ছে না। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের বদলি নিয়েও চলছে তুঘলকি কাণ্ড। পদ শূন্য না থাকা সত্ত্বেও মোটা অঙ্কের লেনদেনের বিনিময়ে বিএনপি-জামায়াতপন্থি শিক্ষক নেতাদের ঢাকার বিভিন্ন কলেজে পদায়ন করা হচ্ছে। সাবেক ছাত্রদল নেতাদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা বদলি বাণিজ্যের শক্তিশালী সিন্ডিকেটের কাছে অসহায়ত্ব প্রকাশ করছে শিক্ষা প্রশাসনের বড় কর্তা ও ব্যক্তিরা।

এদিকে শিক্ষা ভবনে সেবার মান কমতে থাকলেও বেড়েছে শিক্ষক হয়রানি ও ঘুষ লেনদেন। সারাদেশ থেকে আসা শিক্ষকদের হয়রানি ও দুর্ভোগ লাঘবের উদ্যোগ না নিয়ে বারবার শিক্ষকদের বদলির ফাঁদে ফেলে চলছে নানামুখী কুকীর্তি। এ ধরনের হয়রানি থেকে পরিত্রাণ পেতে শিক্ষকরা বাধ্য হয়েই ভবনের কর্মকর্তাদের চাহিদা মেটাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। একই কর্মস্থলে তিন বছরের বেশি কর্মরত থাকার নিয়ম না থাকলেও কিছু কর্মকর্তা ৬ বছর থেকে প্রায় দেড় যুগ পর্যন্ত ঘুরেফিরে শিক্ষা ভবনে চাকরি করছেন। তাদের

বদলি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

বদলী : বাণিজ্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সমন্বয়ে সারাদেশে বদলি বাণিজ্যের শক্তিশালী সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সংবাদকে বলেন, 'এটাচমেন্টের (সংযুক্তি) এখতিয়ার শুধু মন্ত্রণালয়ের। কিন্তু ইদানীং মন্ত্রণালয়কে না জানিয়েই শিক্ষকদের ঢাকায় এটাচমেন্ট করছে মাউশি।'

ঘুষ, দুর্নীতি ও শিক্ষক হয়রানি বন্ধে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ মাঝেমধ্যে শিক্ষা ভবনে ঝটিকা অভিযানে এলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। মাউশির সাবেক মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশীদ বিভিন্ন কক্ষে সিসি ক্যামেরা বসিয়ে ঘুষ, দুর্নীতি ও শিক্ষক হয়রানি নিয়ন্ত্রণে এনেছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ সিসি ক্যামেরাই এখন অকেজো করে রাখা হয়েছে।

বিএনপি-জামায়াতপন্থিদের ঢাকায় পদায়ন :

শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের সংগঠন 'বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি'র গত নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াতপন্থি প্যানেল থেকে সভাপতি নির্বাচিত হন বিএনপি নেতা তরিকুল ইসলামের শ্যালিকা টাঙ্গাইল করটিয়া সরকারি কলেজের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক নাছরিন বেগম। তাকে গত ৯ মার্চ মাউশিতে ওএসডি (বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) করে ঢাকা কলেজে সংযুক্তি করা হয়। ঢাকা কলেজে যোগদান করেই নাছরিন বেগম তিন মাসের ছুটি নিয়ে আমেরিকা চলে যান। একই প্যানেল থেকে দফতর সম্পাদক নির্বাচিত হন নাটোরের আবদুলপুর সরকারি কলেজের শিক্ষক নুরুল হক শিকদার। তাকেও সম্প্রতি রাজধানীর শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহাবিদ্যালয়ে বদলি করে আনা হয়েছে। এছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এক শিবির ক্যাডারকে গত সপ্তাহে শিক্ষা ভবনে সংযুক্তি হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে অধ্যাপক নাছরিন বেগমের নেতৃত্বে বিসিএস শিক্ষা সমিতির প্রায় সব নেতাই প্রশাসনিক রীতি ভেঙে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল। বিষয়টি তখন গণমাধ্যমে প্রকাশ হলেও শিক্ষা প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

অভিযোগ উঠেছে, বিসিএস শিক্ষা সমিতির পরাজিত নেতা ও শিক্ষা ভবনের কিছু কর্মকর্তাকে অনৈতিক সুবিধা দিয়েই বিএনপি-জামায়াত সমর্থক শিক্ষকরা ঢাকার বিভিন্ন কলেজে পদায়ন পাচ্ছেন। এ নিয়ে সরকার সমর্থক শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা সৃষ্টি হচ্ছে। সরকার সমর্থক শিক্ষক নেতারা বিষয়টি শিক্ষামন্ত্রীকে অবহিত করেছেন।

কলেজ শিক্ষকদের বদলির দায়িত্বে আছেন মাউশির পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) প্রফেসর আতাউর রহমান। বিএনপি-জামায়াতপন্থি শিক্ষকদের ঢাকায় পদায়নের বিষয়ে জানতে চাইলে প্রফেসর আতাউর রহমান সংবাদকে বলেন, 'শিক্ষক-কর্মচারী বদলির বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। একজন পিয়ন বদলির ক্ষমতাও আমার নেই। আমি শুধু ফাইলে স্বাক্ষর করি।'

বাণিজ্যের ধরন :

বাগেরহাটের রামপাল উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ফজলুল হককে কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় বদলির জন্য গত ১৩ এপ্রিল মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) ফাইল অনুমোদন করে। কিন্তু কুষ্টিয়া সদরে বদলির জন্য আদেশ জারি করা হয় ফারুক আহমেদকে। পরবর্তীতে নানা মহলের তদবিরে ওই কুষ্টিয়া সদরে ফজলুল হককেই পদায়ন করা হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়।

শূন্য পদ :

সারাদেশে মোট ২৭৩টি সরকারি কলেজ, ১৬টি সরকারি কমার্শিয়াল কলেজ, ১৪টি সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ দুটি, মাউশি, ১০টি শিক্ষা বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ক্যাডারে মোট শিক্ষকের পদ আছে ১৪ হাজার ৫৯০টি। এরমধ্যে মোট ৩ হাজার ৫১টি পদ শূন্য আছে। আবার প্রভাষকের মোট ৭ হাজার ৪৩২টি পদের মধ্যে শূন্য আছে ২ হাজার ২০০টি। ৪ হাজার ৩৭টি সহকারী অধ্যাপকের পদের মধ্যে শূন্য আছে ৪৯০টি। সহযোগী অধ্যাপকের ২ হাজার ৩৩১টি পদের মধ্যে শূন্য আছে ২৮৯টি এবং অধ্যাপকের ৭৯০টি পদের মধ্যে শূন্য আছে ৭২টি।

শিক্ষা ভবনের তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে দেশের প্রত্যন্ত ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকার কমপক্ষে ৭০টি কলেজের বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকের পদ একেবারেই শূন্য আছে। কিছু কলেজে গণিত, হিসাববিজ্ঞান, ইংরেজি, বাংলা বিষয়ে ন্যূনতম একজন শিক্ষকও নেই। এসব কলেজের পাঠদান কার্যক্রমে চরম বেহাল অবস্থা বিরাজ করছে। অধ্যক্ষরা মন্ত্রণালয়ের দ্বারে দ্বারে ঘুরে তদবির করেও শিক্ষক পদায়ন করতে পারছেন না।

তবে যেসব এলাকায় প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধি, সংসদ সদস্য, মন্ত্রী কিংবা সচিব আছেন সেসব জেলার কলেজে শিক্ষক স্বল্পতা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। অন্য এলাকার কলেজের বিভাগ শূন্য করে হলেও প্রভাবশালীদের এলাকার কলেজের চাহিদা মেটানো হচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঢাকার বিভিন্ন কলেজে শিক্ষক পদায়নের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করে। অনেক ক্ষেত্রে মাউশির প্রভাবশালী কর্মকর্তাদের চাহিদাপত্র ও পরামর্শ অনুযায়ী শিক্ষক বদলি করতে বাধ্য হয় মন্ত্রণালয়। আর মাউশিতে এ দায়িত্ব পালন করছেন সহকারী পরিচালক এসএম কামাল হায়দার ও তাহের উদ্দিন। নিয়মানুযায়ী শিক্ষক বদলির তালিকা হওয়ার কথা পরিচালকের (কলেজ ও প্রশাসন) নির্দেশনা অনুযায়ী। কিন্তু কোন বদলির বিষয়েই পরিচালকের কোন মতামত নেয়া হয় না বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। তারা জানান, মাউশির কলেজ শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিএনপি-জামায়াতপন্থি শিক্ষক নেতাদের গভীর সখ্য রয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে এসএম কামাল হায়দার সংবাদকে বলেন, 'কারা কারা বদলি হবেন তা ডিরেক্টর (পরিচালক) ঠিক করে দেন। সবার স্বাক্ষরের পরই ফাইল অনুমোদন হয়।'

ওএসডি ও ইনসিটু :

এদিকে মাউশির কলেজ শাখা জানায়, ঢাকার বাইরে প্রায় সব কলেজে শিক্ষক স্বল্পতা থাকলেও ঢাকার বিভিন্ন কলেজ ও শিক্ষা ভবনে ৩৬৮ জন কর্মকর্তা ওএসডি এবং ইনসিটু (পদোন্নতি পেয়ে নিচের পদে কর্মরত) হিসেবে বহাল তবিয়তে আছেন। তাদের মধ্যে ওএসডি ২৬৯ জন এবং ইনসিটু ৯৯ জন। দিন দিনই প্রবণতা বেড়েই চলেছে। এসব কর্মকর্তা শিক্ষা ভবনের বিভিন্ন কক্ষে গল্পগুজব ও আড্ডাবাজি করে মূল্যবান সময় অতিবাহিত করেন।

ওএসডি কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রভাষক ১৩ জন, সহকারী অধ্যাপক ৯৪ জন, সহযোগী অধ্যাপক ১৪৭ জন এবং অধ্যাপক ১৫ জন। ইনসিটু কর্মকর্তাদের মধ্যে সহকারী অধ্যাপক ৪৯ জন, সহযোগী অধ্যাপক ৪১ জন এবং অধ্যাপক ৯ জন। ওএসডি ও ইনসিটু কর্মকর্তাদের কেউ কেউ প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধি ও আমলাদের আত্মীয়স্বজন। তবে বেশির ভাগ কর্মকর্তাই শিক্ষা ভবন ও মন্ত্রণালয়ের প্রভাবশালীদের খুশি রেখে ঢাকা, বহাল আছেন।